أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

(Book# 114/ض)

www.motaher21.net

وَقٰتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

তোমরা মহান আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করো।

Fight in the way of Allah.

সুরা: আল-বাক্বারাহ

আয়াত নং :-২৪৪

وَقٰتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوٓا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

তোমরা মহান আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করো এবং জেনে রেখো, মহান আল্লাহ্‌ নিশ্চয়ই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

২৪৪ নং আয়াতের তাফসীর:

জিহাদ থেকে পলায়ন করলেই মৃত্যু থেকে রেহাই পাওয়া যাবে না

অতঃপর বলা হচ্ছেঃ ﴿ وَ قَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ اعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴾ ঐ লোকদের পলায়ন যেমন তাদেরকে মৃত্যু হতে রক্ষা করতে পারলো না, তদ্রুপ তোমাদেরও যুদ্ধ হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়া বৃথা। মৃত্যু ও আহার্য দু ’ টোই ভাগ্যে নির্ধারিত হয়ে রয়েছে। নির্ধারিত আহার্য বাড়বেও না কমবেও না। তদ্রুপ মৃত্যুও নির্ধারিত সময়ের পূর্বেও আসবে না অথবা পিছনেও সরে যাবে না। অন্য জায়গায় রয়েছেঃ

﴿ اَلَّذِيْنَ قَالُوْا لِاِخْوَانِهِمْ وَ قَعَدُوْا لَوْ اَطَاعُوْنَا مَا قُتِلُوْا قُلْ فَادْرَءُوْا عَنْ اَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴾

‘ওরা তারা, যারা গৃহে বসে স্বীয় নিহত ভাইদের সম্বন্ধে বলেঃ যদি তারা আমাদের কথা মান্য করতো তাহলে নিহত হতো না। তুমি বলোঃ যদি তোমরা সত্যবাদী হও তাহলে নিজেদেরকে মৃত্যু হতে রক্ষা করো। (৩ নং সূরাহ্ আলি ‘ইমরান, আয়াত নং ১৬৮) অন্যস্থানে রয়েছেঃ

وَقَالُوْا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ ۚ لَوْ لَاۤ اَخَّرْتَنَاۤ اِلٰۤى اَجَلٍ قَرِيْبٍ ؕ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيْلٌ ۚ وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقٰى ۗ وَ لَا تُظْلَمُوْنَ ﴿
فَتِيْلًا ﴿۷۷﴾ اَيْنَ مَا تَكُوْنُوْا يُدْرِكْكُّمُ الْمَوْتُ وَ لَوْ كُنْتُمْ فِيْ بُرُوْجٍ مُّشَيَّدَةٍ ﴾

‘আর তারা বললোঃ হে আমাদের রাব্ব! আপনি কেন আমাদের ওপর যুদ্ধ ফরয করলেন? কেন আমাদের আর কিছু কালের জন্য অবসর দিলেন না? তুমি বলোঃ পার্থিব ফায়দা সীমিত এবং ধর্মভীরুগণের জন্য পরকালই কল্যাণকর; এবং তোমরা খর্জুর বীজ পরিমাণও অত্যাচারিত হবে না। তোমরা যেখানেই থাকো না কেন, মৃত্যু তোমাদেরকে পেয়ে যাবে, যদিও তোমরা সুদৃঢ় দূর্গে অবস্থান করো। (৪নং সূরাহ নিসা, আয়াত নং৭৭-৭৮) এ স্থলে ইসলামী সৈনিকদের উদ্যমশীল নেতা, বীর পুরুষদের অগ্রগামী, মহান আল্লাহ্‌র তরবারী এবং ইসলামের আশ্রয়স্থল আবূ সুলাইমান খালিদ ইবনু ওয়ালিদ (রাঃ) -এর ঐ উক্তি উদ্‌ধৃত করা সম্পূর্ণ সময়োপযোগী হবে যা তিনি ঠিক মৃত্যুর সময় বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেনঃ ‘মৃত্যুকে ভয়কারী, যুদ্ধ ক্ষেত্র হতে পলায়নকারী কাপুরুষের দল কোথায় রয়েছে? তারা দেখুক যে, আমার গ্রন্থিসমূহ মহান আল্লাহ্‌র পথে আহত হয়েছে। দেহের কোন জায়গা এমন নেই যেখানে তীর, তরবারী , বর্শা ও বল্লমের আঘাত লাগেনি। অথচ দেখো যে, আমি যুদ্ধ ক্ষেত্রে না থেকে বিছানায় পড়ে মৃত্যু বরণ করছি। (তাহযিব আত তাহযিব ৩/১২৪)

তাই মৃত্যুর ভয়ে জিহাদ করা থেকে বিরত থাকা বা পলায়ন করার কোন সুযোগ নেই। কারণ মৃত্যু যার যেখানে রয়েছে সেখানেই হবে। আল্লাহ তা ‘আলা বলেন:

(أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ)

“তোমরা যেখানেই থাক না কেন মৃত্যু তোমাদের নাগাল পাবেই, এমনকি সুউচ্চ সুদৃঢ় দুর্গে অবস্থান করলেও।” (সূরা নিসা ৪:৭৮)

আয়াত থেকে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. মুসলিম নেতা যখন জিহাদে যোগদানের আহ্বান জানাবে তখন সকলের জন্য জিহাদ করা ওয়াজিব।